বাপসা গঠনতন্ত্রের ধারা-১০ এর আলোকে প্রনীত

ইউপি সচিব/ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিল
নীতিমালা- ২০২১

১। **তহবিলের নামঃ-** ইউপি সচিব/ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিল।

২। **সংজ্ঞাঃ-**

২.১। "তহবিল" বলিতে ইউপি সচিব/ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিলকে বুঝাইবে।

২.২। "পরিচালনা কমিটি" বলিতে এই নীতিমালার অধীনে গঠিত কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটিকে বুঝাইবে।

২.৩। "সদস্য" বলিতে ইউপি সচিব/ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে যাহারা নির্দিষ্ট চাঁদা প্রদান করিয়াছেন এবং নির্দিষ্ট আবেদন ফরম পূরন করিয়াছেন তাহাদেরকে বুঝাইবে।

২.৪। "অর্থ বছর" বলিতে পহেলা জুলাই হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত অর্থ বৎসরকে বুঝাইবে।

২.৫। "উপকার ভোগী" বলিতে কল্যাণ তহবিলের সদস্য এবং সদস্য মনোনিত নমিনী(সদস্যের অক্ষমতার ক্ষেত্রে)কে বুঝাইবে।

২.৬। "নমিনী" বলিতে

ক) পুরুষ সদস্যের ক্ষেত্রে তার স্ত্রী, মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে তার স্বামীকে বুঝাইবে।

খ) সদস্যের বৈধ সন্তান, দত্তক সন্তানকে বুঝাইবে।

গ) সদস্যের মাতা পিতা ও প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই, অবিবাহিত/তালাক প্রাপ্তা/বিধবা ভগ্নিগনকে বুঝাইবে। যাহারা সদস্যের সহিত বসবাস করেন এবং তার উপর সম্পূর্ন নির্ভরশীল।

২.৭। "বাপসা" বলিতে ইউপি সচিব/ ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্বাচিত কমিটিকে বুঝাইবে।

২.৮। "কর্মচারী" বলিতে কল্যাণ তহবিলের প্রয়োজনে তহবিল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীকে বুঝাইবে।

২.৯। "কার্যালয়" বলিতে কল্যাণ তহবিলের প্রয়োজনে নির্মিত নিজস্ব কার্যালয় বা ভাড়ায় নেয়া কার্যালয়কে বুঝাইবে।

২.১০। " আনুষাঙ্গিক ব্যয়" বলিতে কল্যাণ তহবিলের প্রয়োজনে করা আনুষাঙ্গিক ব্যয়কে বুঝাইবে।

২.১১। কল্যাণ তহবিলের প্রধান কার্যালয় বলিতে বাপসা/বাংলাদেশ ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রিয় কমিটির কার্যালয়ের একাংশকে বুঝাইবে।

৩। **তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ঃ-**

৩.১। চাকুরি কালীন সময়ে কোন সদস্যের মৃত্যুতে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৩.২। চাকুরি কালীন সময়ে দূর্ঘটনা জনিত কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করিলে সেই সদস্যকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৩.৩। চাকুরি কালীন সময়ে কোন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা ব্যয় বহন করিতে অক্ষম কোন সদস্য আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে, তাহাকে সহায়তা প্রদান।

৩.৪। পর্যায়ক্রমে কল্যান তহবিলকে কল্যান ট্রাষ্টে রুপান্তর করা।

৪। **সাধারণ তহবিল গঠনঃ**

৪.১। কল্যান তহবিলের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত চাঁদা।

৪.২। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

৪.৩। স্থানীয় সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

৪.৪। কোন আগ্রহী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান।

৪.৫। কোন তফসিলে ব্যাংকে তহবিলের নামে হিসাব খুলে উক্ত হিসাবে ৪.১-৪.৪ পর্যন্ত উৎস হইতে আহরিত অর্থ জমা প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ তহবিল গঠিত হইবে।

৫। **বিনিয়োগ তহবিলঃ-**

৫.১। ধারা ৪ এ বর্ণিত সাধারণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে (এক লক্ষ টাকা একক হিসাবে) বছর আন্তে সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা স্বয়ংক্রিয় ভাবে/তহবিল পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে বিনিয়োগ তহবিলে জমা হইবে।

৫.২। যেকোন তফসিলী ব্যাংক/বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড/বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মেয়াদী মুনাফা/সঞ্চয়ী হিসাব বা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করে বিনোয়াগ করা যাইবে।

৫.৩। বিনিয়োগ তহবিল হইতে কোন ভাবেই অর্থ ব্যয় করা যাইবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অন্য কোন বিনিয়োগ তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করা যাইবে।

৬। **মুনাফা তহবিলঃ-**

৬.১। ধারা ৫ এ বর্ণিত বিনিয়োগ তহবিল হইতে অর্জিত মুনাফা সরাসরি মুনাফা তহবিলে সয়ংক্রিয় ভাবে জমা হইবে।

৬.২। শুধুমাত্র মুনাফা তহবিল হইতে অর্থ সদস্যদের/তহবিলের কল্যাণে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার/ব্যয় করা যাইবে।
৬.৩। কল্যাণ তহবিলের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় ৫ শতাংশ (যদি থাকে) নির্বাহ করা যাইবে।

৭। তহবিল পরিচালনা কমিটিঃ-

৭.১। প্রত্যেক বিভাগ হইতে উক্ত বিভাগের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত ০২ (দুই) জন করিয়া এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগ থেকে অতিরিক্ত ০১ (এক)

জন প্রতিনিধি নিয়ে মোট ১৯ সদস্য বিশিষ্ট্য ৩ (তিন) বছর মেয়াদী তহবিল পরিচালনা কমিটি গঠিত হইবে।

৭.২। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজেদের মাঝে আলোচনার মাধ্যমে একজন সভাপতি,একজন সদস্য সচিব এবং একজন কোষাধক্ষ মনোনয়ন করিবেন।

তবে কমিটি গঠনের পর বাপসা/বাংলাদেশ ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মহোদয়ের অনুমোদন

নিতে হবে।

৭.৩। তহবিল পরিচলনা কমিটির সভাপতি , সদস্য সচিব এবং কোষাধক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

৭.৪। কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে মূল গঠনতন্ত্র ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা/২০২১ এর আলোকে কেন্দ্রিয় কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮। তহবিল পরিচলনা কমিটির দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যঃ–

৮.১। কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
৮.২। স্বচ্ছ ও সুচারু রুপে তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করা।
৮.৩। প্রতি বছর ৩১ শে জুলাই এর মধ্যে বিগত অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব বিবরণী বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করা।
৮.৪। কল্যাণ তহবিলের সদস্য বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন অনুদান আহরণ করা।
৮.৫। বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটিকে সময়ে সময়ে চাহিত তথ্য ও হিসাব প্রদান করা অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত অডিট টিমকে তথ্য ও হিসাব প্রদানে বাধ্য থাকা।
৮.৬। উপকার ভোগী যাচাই বাছাই করা এবং বাপসা/বাংলাদেশ ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ।
৮.৭। বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে উপকার ভোগীর অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে অনুদান হস্তান্তর করা।
৮.৮। মুনাফা তহবিলের সামর্থের উপর ভিত্তি করে কল্যাণ তহবিলের জন্য কার্যালয়, কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচারীদের দ্বায়িত্ব বন্টন, বেতন ভাতা প্রদান এবং আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা।
৮.৯। কল্যাণ তহবিলের আওতাধীন সকল স্থায়ী এবং অস্থায়ী সম্পদ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
৮.১০। প্রতি তিন মাস অন্তর কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির সভা এবং জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করা ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিয়া তাহা বাপসা কেন্দ্রিয় কমিটির সভায় উপস্থাপন ও সংরক্ষণ করা।
৮.১১। কল্যাণ তহবিলের সকল কার্যাবলী ও ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
৮.১২। প্রয়োজন বোধে মামলা, মোকদ্দমা দায়ের, প্রতিরক্ষণ বা আপোষ করা।
৮.১৩। কল্যাণ তহবিলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল এমন কোন কার্য্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করা।
৮.১৪। পরবর্তী বৎসরের আয় ব্যয় এর আনুষাঙ্গিক হিসাব (বাজেট) প্রস্তুত করা।
৮.১৫। অডিট বা বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রতিয়মান ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।
৮.১৬। তহবিল পরিচালনায় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির কমপক্ষে দুই তৃতিয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
৮.১৭। কল্যান তহবিলের রেজিস্ট্রেশন করনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯। সদস্য পদঃ-

৯.১। শুধুমাত্র বাংলাদেশের যে কোন ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত ইউ পি সচিবগণ কল্যান তহবিলের নির্ধারিত ফরমে আবেদন এবং নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করিয়া তহবিলের সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।
৯.২। প্রত্যেক সদস্যদের জন্য তহবিল পরিচালনা কমিটি একটি সদস্য কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
৯.৩। সদস্য পদ গ্রহণের ১(এক)বছর পর একজন সদস্য উপকারভোগী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন।
৯.৪। উপকারভোগী হইবার যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে কোন সদস্য দূর্ঘটনা কবলিত হইলে উক্ত সদস্য কল্যাণ তহবিলের অনুদান পাইবার অধিকারী হইবে না।
৯.২। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের ১(এক) বছর পর সদস্যের সদস্য পদ নিষ্কৃয় হইবে।

১০। সদস্য চাঁদা

১০.১। সদস্যদের এক কালীন চাঁদার পরিমাণ = ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) অফেরৎযোগ্য হইবে।

১১। <u>প্রদেয় অনুদানের পরিমাণঃ</u>

১০.২। চাকুরি কালীন আকস্মিক মৃত্যুতে প্রদেয় অনুদান = ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)

১০.৩। চাকরি কালীন পঙ্গুত্বতে হাত,পা অথবা চক্ষুর যে কোন দুইটি অঙ্গ সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইলে ৭৫,০০০/- (পচাত্তর হাজার টাকা)

১০.৪। হাত,পা অথবা চক্ষুর যে কোন ১টি বিনষ্ট হইলে- ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)

১০.৫। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা ব্যয় বহন করিতে অক্ষম হইয়া, সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে সর্বনিম্ন = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) সর্বোচ্চ = ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

১০.৬। কল্যাণ তহবিলের অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র এবং উপজেলা ও জেলা বাপসার প্রত্যয়ণ পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

১০.৭। একজন সদস্য চাকুরি জীবনে শুধুমাত্র একবার কল্যান তহবিলের যেকোন একটি সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। তবে কোন সদস্য চাকুরী জীবনে একাধীকবার দূর্ঘটনা কবলিত হইলে, যে দূর্ঘটনায় অধিক অনুদান পাইবার অধিকারী হইবেন, তাহাকে সেই অনুদান প্রদান করা হইবে। সেক্ষেত্রে পূর্বে প্রদেয় অনুদানের টাকা কর্তন করা হইবে।

১০.৮। মুনাফা তহবিলের সক্ষমতার প্রেক্ষিতে তহবিল পরিচালনা কমিটি (বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন স্বাপেক্ষে) চাঁদা, অনুদানের পরিমান এবং উপকারভোগী হইবার যোগ্যতার সময়সীমা হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১১। <u>তহবিল পরিচলনা কমিটির সদস্যপদ হতে পদত্যাগ/ প্রত্যাহারঃ-</u>

১১.১। পরিচালনা কমিটির যে কোন সদস্য স্ব ইচ্ছায় বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বরাবরে পদত্যাগ পত্র প্রদান করে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১.২। পরিচলনা কমিটির কোন সদস্য বা সকল সদস্য যদি তহবিলের কোন অর্থ আত্মসাৎ বা তছরুপ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হন, তবে উক্ত সদস্য/ কমিটিকে বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২। <u>নীতিমালা সংশোধনঃ</u>

১২.১। প্রয়োজনবোধে কল্যাণ তহবিলের নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না। অনুরুপ সংশোধনের জন্য তহবিলের পরিচালনা কমিটি বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও অনুমোদন স্বাপেক্ষে নীতিমালা সংশোধন করা যাইবে।

১৩। <u>তহবিলের প্রকৃতি ও ব্যবহারঃ</u>

১৩.১। এই তহবিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও তহবিলের যাবতীয় আয় শুধুমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং এর কোন অংশ সদস্যদের মধ্যে বন্টন/হস্তান্তর হইবে না।

১৩.২। সাধারণ এবং বিনিয়োগ তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন ভাবেই খরচ/ব্যয় করা যাইবে না।

১৩.৩। যে সকল উদ্দেশ্যে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে শুধুমাত্র মুনাফা তহবিলের অর্থ ব্যবহার হইবে। যদি কোন অর্থ-বছর উপকারভোগীদের অনুদান প্রদানে মুনাফা তহবিলে অর্থ সংকট দেখা দেয় তখন "বাপসা/বাংলাদেশ ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এসোসিয়েশন" কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটিকে অর্থ ঋণ প্রদান করে অথবা সেচ্ছায় নিঃশর্ত ভাবে অর্থ দান করে মুনাফা তহবিলের অর্থ সংকট নিরোসন করবেন এবং মুনাফা তহবিলের সক্ষমতার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র প্রদেয় ঋণ এর অর্থ ফেরত নিতে পারবেন।

১৩.৪ ।মুনাফা তহবিলের অর্থ দ্বারা উপকার ভোগীদের অনুদান প্রদান করা ছাড়াও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান, কার্যালয়ের আনুষাঙ্গিক ব্যয়, কল্যান তহবিলের স্বার্থে নিজস্ব জমি ক্রয়, অফিস গৃহ ভাড়া এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে তবে উপকারভোগীদের অনুদান ব্যাতিত অন্যন্য ব্যায় মুনাফা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৫ শতাংশের অধিক হবে না।

১৩.৫। ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) এর অধিক টাকার চেক প্রদাণের ক্ষেত্রে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তের রেজুলেশন চেকের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

১৪। <u>কল্যান তহবিলের অবসায়ন বা বিলুপ্তি।</u>

১৪.১। যদি কোন কারন বশত তহবিল টিকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে পরিচালনা কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটি ২১ দিনের নোটিশে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় কমপক্ষে ৯০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি ও সম্মতিতে সিদ্ধান্ত ক্রমে এই তহবিলের অবসান বা বিলুপ্তি ঘটাইতে পারিবে। এবং তহবিলের যাবতীয় দায় ও ব্যয়ভার বহনের পর এর কোন অর্থ বা সম্পদ অবশিষ্ট থাকিলে তাহা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সমূহের অনুরুপ লক্ষ্য সম্বলিত কোন সংস্থার নিকট অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।